ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩১ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, ৩১ মে, ২০১৭

ঢাবি সিনেটে ৩৫জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৩৫জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন গত ২২ মে ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর অন্তর্ভুক্ত আর্টিক্যাল ২০(১)(এল) ও প্রথম সংবিধির ৪৮(১৫)(১৬) ধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন শিক্ষক হলেন:

অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান (অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান (ক্রিমিনোলজি বিভাগ), অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ রহমত উল্লাহ (আইন বিভাগ), অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান (পরিসংখ্যান বিভাগ), অধ্যাপক ড. আবু জাফর মোঃ শফিউল আলম ভূইয়া (টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগ), অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (ইতিহাস বিভাগ), অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক মঈন সৈয়দ (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ (ফলিত গনিত বিভাগ), অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার (মার্কেটিং বিভাগ), ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, সহযোগী অধ্যাপক (গনিত বিভাগ), অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসাইন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ), অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আজিজ (থিওরিটিক্যাল এন্ড কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি বিভাগ), মিসেস লাফিফা জামাল, সহযোগী অধ্যাপক, (রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ), অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মোঃ মজিবুর রহমান (অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ হাসিবুর রশীদ (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ), অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য (তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ),

অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব উদ্দিন (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ), অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা (পদার্থবিজ্ঞান *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে নব-নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ গত ২৪ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ২৫ মে ২০১৭ বৃহস্পতিবার ভোরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল আমাদের নিত্যসঙ্গী– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল এবং ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের পরিচালক জয়শ্রী কুন্ডুর সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-নজরুল বিষয়ে আলোচনা করেন ভারতের বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট মথুরানাথ কুন্ডু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক তাপস কুমার বিশ্বাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার বাংলাদেশে সংস্কৃতির বিকাশে যে অবদান রেখে চলেছে, তা প্রশংসনীয়। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমারেখা থাকলেও মানসিকভাবে এবং ঐতিহ্যগতভাবে আমরা এক। পশ্চিবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির রয়েছে অনেক মিল। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নেই। এ ধরনের অনুষ্ঠানের ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক মান ও পারস্পরিক সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ঘটে। উপাচার্য আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দুজনই আমাদের নিত্যসঙ্গী। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপনা যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছেন। এসব ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের জানা দরকার এবং বাংলা সাহিত্যের এই দুই পুরোধা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরও বেশি করে শিক্ষার্থীদের *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বাংলা/২৫ মে ২০১৭ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সৈনিক নজরুল।"

এ উপলক্ষে ভোরে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাসহকারে কবির সমাধিতে যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে কবির মাজার প্রাঙ্গণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, অফিসার এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, কারিগরী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সভাপতি তফাজ্জল হোসেন বক্তব্য রাখেন। বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। নজরুলের নাতনী খিলখিল কাজী ও মিষ্টি কাজী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার কবি, অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির কবি। তিনি নজরুলের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান সকলকে। তিনি বলেন, জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রোধে নজরুলের গান, কবিতা ও প্রবন্ধ আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অনুপ্রেরণার উৎস। নজরুলের চেতনাকে ধারণ করে তরুণ প্রজন্মকে নজরুল মনষ্ক হতে হবে।

সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, নজরুল বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন।

"উচ্চশিক্ষা, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং নতুন ভ্যাট নীতি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক প্রাক-বাজেট আলোচনা

উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে – উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উচ্চশিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরিসহ শিক্ষার সকল স্তরে বাজেট বাড়ানো প্রয়োজন। গত ১৭ মে ২০১৭ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি আয়োজিত "উচ্চশিক্ষা, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং নতুন ভ্যাট নীতি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক প্রাক-বাজেট আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. বজলুল হক খন্দকার এবং সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন এনবিআর-এর সদস্য ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ায় নারীরা সকল ক্ষেত্রে এগিয়েছে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ আরও বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের ৫০ভাগ মানুষ নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মূল প্রবন্ধে বাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতকে পৃথক গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। প্রবন্ধকারগণ বলেন, উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালু করতে হবে এবং নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ভ্যাট অব্যাহতি দিতে হবে। অসহায় ও রোগাক্রান্ত প্রবীণদের কল্যাণে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং সক্ষম প্রবীণদের জন্য সার্ভিস পুল গঠন করতে হবে।

'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ আর নেই

'অপরাজেয় বাংলা' বাঙালির শৌর্যের, বীরত্বের চিরকালীন প্রতীক হয়ে থাকবে- উপাচার্য

'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২১ মে ২০১৭ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ অনবদ্য ভাস্কর্য সৃষ্টির জন্য পরিচিত ছিলেন। 'অপরাজেয় বাংলা' বাঙালির শৌর্যের, বীরত্বের চিরকালীন প্রতীক হয়ে থাকবে এবং শিল্পী তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ফার্স্টএইড বাক্স কাঁধে একজন সেবিকা, সময়ের প্রয়োজনে রাইফেল কাঁধে তুলে নেয়া গ্রীবা উঁচু করে ঋজু ভঙ্গিমায় গ্রামের টগবগে তরুণ এবং দু'হাতে রাইফেল ধরা আরেক শহুরে মুক্তিযোদ্ধা- এই হলো অপরাজেয় বাংলা।

আব্দুল্লাহ খালিদ সিলেট জেলা শহরে জন্ম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে স্নাতক এবং পরে ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে আব্দুল্লাহ খালিদ তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭২ সালে সেখানকার প্রভাষক থাকাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুর উদ্যোগে কলাভবনের সামনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক 'অপরাজেয় বাংলা'র নির্মাণের দায়িত্ব পান। অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি ১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শুরু করে ১৯৭৯ সালে ১৬ ডিসেম্বর নির্মাণ শেষ করেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রের সামনে স্থাপন করা ম্যুরাল 'আবহমান বাংলা' এবং ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান দপ্তরের সামনে টেরাকোটার ভাস্কর্যও নির্মাণ করেন তিনি। এছাড়া তার কাজের মধ্যে রয়েছে 'অঙ্কুর', 'অঙ্গীকার', 'ডলফিন', 'মা ও শিশু' ইত্যাদি। শিল্পকলা ও ভাস্কর্যে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আব্দুল্লাহ খালিদ ২০১৪ সালে শিল্পকলা পদক এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত হন।

উল্লেখ্য, গত ২০ মে ২০১৭ বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঢাবি শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক বিতর্ক উৎসবের সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২১ মে ২০১৭ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ছবিতে অতিথিদের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত বিতার্কিকদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাবি জগন্নাথ হল এবং ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ছবিতে উপাচার্যকে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপিত

‘Intellectual Property Creation and Management in Universities’ শীর্ষক সিম্পোজিয়াম

আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব দিবস-২০১৭ উপলক্ষে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যৌথ উদ্যোগে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সেমিনার কক্ষে ‘Intellectual Property (IP) Creation and Management in Universities’ শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিম্পোজিয়াম উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। সিম্পোজিয়ামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ড. অরবিন্দ চিনচুরে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ড. মো. মোখলেসুর রহমান, উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রকল্প-এর পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মহান্ত এবং বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ। এ বছর আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ‘জীবন উন্নয়নে উদ্ভাবন’ (Innovation-Improve lives). অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২০১৫ সালে সমাবর্তন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডব্লিউপিও-এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. ফ্রান্সিস গ্যারি এর সফরের কথা স্মরণ করেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে গ্যারির বক্তব্যে আমাদের জীবনমান উন্নয়নে উদ্ভাবন কিভাবে কার্যকর সে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে উপাচার্য তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আজকের দিনে আমাদের ভাবতে হবে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাটা কতটা কঠিন এবং তার জন্য কতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। উপাচার্য এবারের মেধাস্বত্ব দিবসের প্রতিপাদ্য ‘জীবন উন্নয়নে উদ্ভাবন’ এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে জ্ঞানভিত্তিক সৃজনশীল উদ্ভাবনের উপর, তাই মেধাস্বত্ব রক্ষা আইনের মাধ্যমে এই সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সৃজনশীলতা একজন ব্যক্তির মনের বহিঃপ্রকাশ, তা হতে পারে যেকোন ধরনের উদ্ভাবন, ডিজাইন, সিম্বল বা শিল্পকর্ম। মেধাস্বত্ব আইন অনুযায়ী প্রতিটি উদ্ভাবনই উদ্ভাবকের অমূল্য সম্পদ। তাই এই অমূল্য মেধাস্বত্ব সুরক্ষায় আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ফারুক আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বিশিষ্ট কূটনীতিক এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক আহমদ চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৭ মে ২০১৭ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ফারুক আহমদ চৌধুরী অত্যন্ত সফল একজন কূটনীতিক, লেখক এবং সৃজনশীল প্রতিভার মানুষ ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন ভক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি বঙ্গবন্ধুর উপর কবিতা লিখেছেন। তাঁর কূটনৈতিক অবদান ও সাহিত্যকর্মের জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ফারুক আহমদ চৌধুরী ১৯৩৪ সালে সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে লেখাপড়া করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন এবং অবসর জীবনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবসহ পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। অবসরের পর ফারুক চৌধুরী বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি বইও লিখেছেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘জীবনের বালুকাবেলায়’ ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পায়। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ‘দেশ দেশান্তর’, ‘প্রিয় ফারজানা’, ‘নানাক্ষণ নানাকথা’, ‘স্বদেশ স্বকাল স্বজন’, ‘সময়ের আবর্তে’ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ফারুক আহমদ চৌধুরী গত ১৭ মে ২০১৭ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

মো: মোক্তারুজ্জামান খানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান প্রকৌশলী অফিসের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো: মোক্তারুজ্জামান খান গত ১৩ মে ২০১৭ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

মো: মোক্তারুজ্জামান খান -এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৪ মে ২০১৭ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, মো: মোক্তারুজ্জামান খান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন। উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মো: মোক্তারুজ্জামান খান ১৯৬৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঢাবি সিনেটে ৩৫জন

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিভাগ), অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজি বিভাগ), ড. জান্নাতুল ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ), অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আক্কাছ (ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), অধ্যাপক ড. কাজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী (ইংরেজী বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ বায়তুল্লাহ কাদেরী (বাংলা বিভাগ), ড. কাজী হানিয়াম মারিয়া, সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ), মিসেস নুসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), এস এম রেজাউল করিম, সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ), ড. পাপিয়া হক, সহযোগী অধ্যাপক (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ), অধ্যাপক মোঃ ফজলুর রহমান (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ (আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগ)।

উল্লেখ্য, উপাচার্য মহোদয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এই নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ১,৪৪৪টি।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানাতে হবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

মূল আলোচনায় মথুরানাথ কুন্ডু বলেন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল দুজনই তাদের শিল্প, গান, সুর বা কবিতা দিয়ে আমাদের উজ্জীবিত করেন। বাঙালীর জন্য রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীই সবচেয়ে ভালো উৎসব। সংস্কৃতির এই চর্চার মাধ্যমে আমরা জীবনকে উপভোগ করার পাশাপাশি শিক্ষালাভও করে থাকি। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ‘বাংলাদেশ’ নামটিও রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করেন ১৯০৫ সালে তাঁর গানে, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে .. .. ..’। এছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও তাঁদের সম্পর্ক বিষয়েও মথুরানাথ তাঁর আলোচনায় আলোকপাত করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পর পূজা সেনগুপ্তের নেতৃত্বে নৃত্য পরিবেশন করে তুরঙ্গমী রেপার্টরী ড্যান্স থিয়েটার, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন অদিতি মহসিন এবং নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. নাশিদ কামাল।

ইউল্যাব-এর বর্ধিত ভবন উদ্বোধন

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের অর্থায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি (ইউল্যাব) স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৮ মে ২০১৭ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভবনের ফলক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও ইউলেসা'র সভাপতি নাইম আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা বানু, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করায় সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ‘একটি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে পরিশীলিত মানুষ’ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির কথাটি উল্লেখ করে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মেধাকে অপব্যবহার করা যাবে না। যে মেধা দেশের জন্য ক্ষতিকর সে মেধার প্রয়োজন নেই, মেধাকে পরিশীলিত করতে হবে। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করা নয়, প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান।

‘Sustainable Management of Marine Ecosystem & Acidification Monitoring’ শীর্ষক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে “Sustainable Management of Marine Ecosystem & Acidification Monitoring” শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ১৬ মে ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্স রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. রাইসুল আলম মণ্ডল এবং বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সভাপতির বক্তব্যে বলেন, আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়ের পর সমুদ্রের সম্পদ রক্ষা করা, সমুদ্র সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা, সমুদ্রের নানাবিধ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আজ কর্মদক্ষতা অর্জনের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ওপর উপাচার্য গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। সমুদ্রের খনিজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ এবং

পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে টেকসই বিদ্যায়তনিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত এই কর্মশালা দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও পরিবেশবিদরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন। তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালায় Coastal morphology, Blue economy and the Bay of Bengal, Energy & Minarel resources of Bay of Bengal, Coastal hazards, Coastal pollution in Bangladesh, Ocean acidification বিষয়ে আলোচনা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

‘Championing Change: Celebrating Leadership & Motherhood’ শীর্ষক সেমিনার

‘স্পৃহা বাংলাদেশ’ আয়োজিত “Championing Change: Celebrating Leadership & Motherhood” শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৩ মে ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনস্থ মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে ওয়ার্ল্ড টিচারস ফেডারেশনের সভাপতি শিক্ষিত হতে পারে। শুধুমাত্র বিদ্যা এবং শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হয় না, তার সাথে প্রজ্ঞা যুক্ত হলে মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হয়। সমাজে সবাই স্বার্থের পেছনে ছুটছে, স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ। প্রকৃত মানুষকে নিজের স্বার্থ ছাড়াও সমাজের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ নিয়েও ভাবতে হবে। সকলের মধ্যেই সম্ভাবনা আছে, সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মধ্যেও সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এ ধরণের সংগঠনের প্রয়োজন। সহমর্মী

অধ্যাপক মাহফুজা খানম সম্মানিত অতিথি ছিলেন। সংগঠনের ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড.আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আজকের বাস্তবতায় সমাজে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা কিংবা নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। একজন মানুষ বিদ্যান হতে পারে, হিসেবে শিশু কিশোরদের উন্নয়ন কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। স্পৃহা যে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, সেটা প্রশংসনীয়। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানে যারা জীবনের গল্প বলেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যজন সারা জাকের, পরিবেশবিদ রিজওয়ানা হাসান, ডিবিসি'র নিউজ সম্পাদক নবনীতা চৌধুরী প্রমুখ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ‘রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা’র। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন এবং সমাপনী বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ বি এম শহিদুল ইসলাম।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ইরানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজী দেহনাভী গত ১৮ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর খান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়েও মতবিনিময় করেন। ইরানি মহাকবি হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসির জীবন ও কর্ম নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য ইরানের রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কিরগিজস্তানের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের ভাইস-রেক্টর

কিরগিজস্তানের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের ভাইস-রেক্টর অধ্যাপক এইদারালিভ আরসেন আসিলবেকোভিক গত ১৯ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকাস্থ কিরগিজস্তানের কনস্যুলেট জেনারেল কাজী শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিরগিজস্তানের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ভারতের কলকাতাস্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. পুলক কে মুখার্জীর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- পার্কার রবিনসন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি কে সরকার এবং ডেকলিব্যাক টেকনোলজিস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইন্দ্রানীল দাস। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ এবং ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঔষধ শিল্পের বিশেষ করে আয়ুর্বেদিক ঔষধের আবিস্কার, অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিয়ে মত বিনিময় করেন। এছাড়া, তাঁরা ২০১৮ সালের জানুয়ারি ১৩-১৫ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য এথনোফার্মাকোলজি সংক্রান্ত ৫ম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস-এর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর ফার্মেসি শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য ভারতীয় অতিথিদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইউনেস্কো প্রতিনিধি

ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান এবং আবাসিক প্রতিনিধি বিট্রিচ কালদুন গত ২২ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার কিজি তাহনিন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনেস্কোর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ নানা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইউনেস্কো চেয়ার' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। শিগ্‌গিরই এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় নিয়েও তারা মতবিনিময় করেন।

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি

বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিস্ট পুনাম পিল্লাই গত ২২ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির সহযোগিতা চান। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য উপাচার্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজী দেহনাভী গত ১৮ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান এবং আবাসিক প্রতিনিধি বিট্রিচ কালদুন গত ২২ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিস্ট পুনাম পিল্লাই গত ২২ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

কিরগিজস্তানের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের ভাইস-রেক্টর অধ্যাপক এইদারালিভ আরসেন আসিলবেকোভিক গত ১৯ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ভারতের কলকাতাস্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. পুলক কে মুখার্জীর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ মে ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- পার্কার রবিনসন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি কে সরকার এবং ডেকলিব্যাক টেকনোলজিস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইন্দ্রানীল দাস। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ এবং ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার উপস্থিত ছিলেন।

ডিএনএ প্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে "ডিএনএ প্রযুক্তি" বিষয়ক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ২৬ এপ্রিল ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সেমিনার উদ্বোধন করেন। বিশ্ব ডিএনএ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবি-এর জেনোমিক্স সেন্টারের পরিচালক ড. শাহ এম ফারুক। এছাড়া, পপুলার লেকচার প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো: আফতাব উদ্দিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিজ্ঞান গবেষণার সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষের রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য ডিএনএ প্রযুক্তি বিষয়ে অত্যাধুনিক গবেষণা কার্যক্রম চালাতে হবে। দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়াতে নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের চিকিৎসক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে গত ১৮ মে ২০১৭ ইরানি মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির স্মরণে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজী দেহনাভী, ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সিলর সৈয়দ মুসা হোসেইনী এবং ঢাবি ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর খান।

ইরানি কবি ফেরদৌসি'র স্মরণে সেমিনার

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে গত ১৮ মে ২০১৭ ইরানি মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির স্মরণে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকাস্থ ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজী দেহনাভী, ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সিলর সৈয়দ মুসা হোসেইনী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর খান।

এছাড়া, অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকাস্থ ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজী দেহনাভী এবং ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সিলর সৈয়দ মুসা হোসেইনী যৌথভাবে এই ল্যাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ইরানী কবি ফেরদৌসির জীবন ও কর্ম আমাদের সব সময় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মহাকাব্য 'শাহানামা' বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ফেরদৌসীর সাহিত্য কর্ম থেকে আমরা হাজার বছরের পুরনো ইরানি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে থাকি।

ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজী দেহনাভী বলেন, যাঁরা ইরানি সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে পরিচিত, তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন যে ফার্সী ভাষার কবি ও সংরক্ষক হিসেবে যাঁর নাম উচ্চারণ না করলে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করার মূল কারিগরকেই অস্বীকার করা হবে তিনি হলেন হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসি। ফেরদৌসির পরে হাফিজ, সাদি, খাইয়্যাম এবং রুমির মত অনেক ইরানি কবি-সাহিত্যিকের আগমণে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অর্থায়নে প্রকাশিত "Writing Essays with Ease" এবং “"Exploring Academic Writing" শীর্ষক দু'টি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ১৪ মে ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। ছবিতে অতিথিদের গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করতে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর কালচারাল এন্ড সোশ্যাল স্টাডিজের উদ্যোগে খুলনার “চুকনগর গণহত্যা” দিবস স্মরণে গত ২০ মে ২০১৭ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১০ হাজার মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ছবিতে উপাচার্যকে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

মিসবাহউদ্দিন খান স্মৃতি ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি পেলেন ২ শিক্ষার্থী

পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র তাসনীম আলমকে ‘মিসবাহউদ্দিন খান বৃত্তি’ এবং একই বিভাগের ছাত্রী মুনিরা মাসরুরাকে ‘জাহানারা খান বৃত্তি’ প্রদান করা হয়েছে। মিসবাহউদ্দিন খান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্যোগে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গত ১৫ মে ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। উল্লেখ্য, পিতা-মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন এই বৃত্তি প্রবর্তন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, মিসবাহউদ্দিন খানের অনুজ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর। অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামুজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বৃত্তি প্রবর্তন করায় দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য বলেন, মিসবাহউদ্দিনের মত ব্যক্তিদের অবদানের জন্য সমাজ এগিয়েছে, মানবসভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে বাংলাদেশ যে অবস্থানে দাঁড়িয়েছে সেজন্য অনেকের অবদান রয়েছে। সকলের অবদানকে স্মরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সভ্যতার অগ্রগতিতে কাজ করে থাকে। সামাজিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুস্থ চিন্তা চর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। উপাচার্য বলেন, মেধাবী তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্ব নিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অধ্যাপক জিয়া হায়দার স্মারক বৃত্তি পেলেন ৪ শিক্ষার্থী

২০১৩ ও ২০১৪ সালের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ৪জন কৃতী শিক্ষার্থী “অধ্যাপক জিয়া হায়দার স্মারক বৃত্তি” লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- তাহমিনা ইসলাম, ঐশ্বর্য আজাদ শিমুল, আফরিন হুদা এবং মো: ইলিয়াস। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৪ মে ২০১৭ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল শ্রেণী কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়া, অধ্যাপক জিয়া হায়দারের ছোট ভাই কবি জাহিদ হায়দার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত অধ্যাপক জিয়া হায়দারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, দেশে নাট্যকলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা ও সত্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

১২তম নাফিয়া গাজী আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বুদ্ধি ও যুক্তি ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা সত্য সন্ধানের পথ নির্দেশ করে – উপাচার্য

গত ১২ মে ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো ১২তম ‘নাফিয়া গাজী আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা’র সমাপনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বীরূপাক্ষ পাল। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক। প্রতিযোগিতার আয়োজনের সাথে যুক্ত ছিল দৈনিক প্রথম আলো।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বুদ্ধি ও যুক্তি ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা সত্য সন্ধানের পথ নির্দেশ করে। একটা প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডন করে আমরা শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় পৌঁছাই, সেটাই হচ্ছে সত্য ও বাস্তবতার জায়গা, যেখান থেকে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পথে অবিচল থেকে জ্ঞানার্জনের আহ্বান জানান।

সংসদীয় বিতর্কের চূড়ান্ত পর্বের বিষয়বস্তু ছিল “এই সংসদ মনে করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংস্কৃতি এলিটদের দখলে”। ‘সরকার দলে’ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের শিক্ষার্থীদের দল এবং প্রতীকী ‘বিরোধী দলে’ ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ‘সরকারি দল’ অর্থাৎ ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের শিক্ষার্থীদের দল।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) আয়োজিত উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মোট ৪৬টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিইউডিএসের সভাপতি রায়হান শানন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল কবির।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী নাফিয়া গাজী ১৯৯১ সালের ২৯ মার্চ রাজধানীর মৌচাক মার্কেটের সামনে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। বিতার্কিক নাফিয়া গাজী স্মরণে দুই বছর অন্তর অন্তর এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিইউডিএস।

২ শিক্ষার্থীকে ‘ISRT Golden Jubilee’ স্বর্ণপদক প্রদান

গত ১৪ মে ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে “ISRT Golden Jubilee Award-2017” প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ২জন শিক্ষার্থীকে এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। স্বর্ণপদক প্রাপ্তরা হলেন মো. মাইনুল ইসলাম ও রওনক জাহান তামান্না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইশরাত রায়হান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আজকে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, যাতে যে কোন পর্যায়ে আমাদের যোগাযোগ এবং কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করা যেতে পারে। বিশেষত: পরিসংখ্যান গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থায় যে কোন গবেষণাগারের সাথে কিংবা অন্যান্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বে শিক্ষকরা গর্বিত হন। একটি দেশের সম্পদ পরিমাপ করা যায় সে দেশের তরুণ প্রজন্মের মেধা এবং প্রজ্ঞার মান বিচারের মাধ্যমে। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে জ্ঞান অর্জনে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি সেইন্স মালয়েশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা স্মারকের হস্তান্তর অনুষ্ঠান গত ২১ মে ২০১৭ কোষাধ্যক্ষ দফতরে অনুষ্ঠিত হয়। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন এবং ইউনিভার্সিটি সেইন্স মালয়েশিয়ার উপাচার্য অধ্যাপক দাতুক ড. আসমা ইসমাঈল। স্মারক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি সেইন্স মালয়েশিয়ার স্কুল অব এডুকেশন স্টাডিজের ডিন অধ্যাপক ড. হাইরুল নিজাম ইসমাঈল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, ইনস্টিটিউটের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ও মোঃ নজরুল ইসলাম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫